DEC. 7 2000
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

61

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে চলছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভর্তিযুদ্ধ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থাকলেও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে

উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা

রাজধানীতে সহস্রাধিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেভেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও গুণগত মান বিবেচনায় গোটাবিশেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করানোর প্রবল ঝোঁক ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কোটি মানুষের এই রাজধানীতে প্লে গ্রুপ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় এক আট থেকে দশ হাজার ছাত্রছাত্রী। বাকি ৯০ হাজার শিক্ষার্থী নিজেদের ও অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে মাঝারি বা

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর স্কুলে

(প্রথম পাতার পর)

নিম্নমানের স্কুলে ভর্তি হবে।

বছরের শেষভাগে রাজধানীর ঘরে ঘরে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা যেন ভর্তিজ্বরে আক্রান্ত। শহরের অলিগলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সহস্রাধিক স্কুলের ছড়াছড়ি থাকলেও অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছুদের ঝোঁক নামীদামী ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রাজধানীর গুলশান, বনানী, বারিধারা ও ধানমণ্ডি এলাকায় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য ডজনখানেক কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের প্রবেশের ন্যূনতম সুযোগ নেই। নামীদামী বেসরকারী স্কুল বা কিন্ডারগার্টেনও অভিজাত শ্রেণীর দখলে। ফলে রাজধানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বেশিরভাগ সন্তান যেনতেন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীতে স্কুল পর্যায়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা অনুপাতে খুবই কম। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যায় এমন সরকারী স্কুলের সংখ্যা মাত্র ২৪টি। শহরের অধিকাংশ নামীদামী স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি শেষ হয়েছে বা হবার পথে। তবে সরকারী স্কুলগুলোতে এখনও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।